

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ বাড়াতে হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালে শিক্ষা বাজেটে বাজেটের শতকরা ৪ ভাগ ব্যয় করার দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন জাতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও শক্তিশালী মেরুদণ্ড গড়তে শিক্ষার ওপর জোর দেয়ার বিকল্প নেই। তাই আগামীতে জাতীয় বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল শনিবার সকালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের আয়োচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাতিমা খাতুন, মাউশির পরিচালক প্রফেসর ড. সিরাজুল হক, প্রফেসর দিনাকান্ত আলম, কর্মচারী নেতা মোস্তফা পাটোয়ারী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চে টুঙ্গীপাড়ায় জন্ম নেয়া শেখ মুজিবুর রহমান জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক 'বঙ্গবন্ধু'তে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৭১-এ তিনি পরিণত হয়েছিলেন বাঙালির স্বাধীনতা, শৌর্য-বীর্য, সাহস, গৌরব ও উর্ধ্বাঙ্গার বীজমন্ত্রে। বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্ন- নিজেদের মর্য়াদাশীল শোষণমুক্ত উন্নত জাতিতে পরিণত করতে আজও আমরা পারিনি।

তিনি নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় পিঠিত ও আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ নৈতিক মনোবল সমৃদ্ধ দেশপ্রেমিক সুনীগঠিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, এ কঠিন দায়িত্ব পালন করবেন আমাদের শিক্ষকসমাজ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চাই। নতুন প্রজন্মই হবে সেই কাঙ্ক্ষিত সোনার মানুষ। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে সেই কাজটি যথাযথভাবে পালন করতে পারবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেটুকু ব্যবস্থা-সুবিধা আছে তার সবটুকু যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে সবাইকে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। পরে এক মনোমুগ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন ও কবিতা আবৃত্তি করেন অধিদফতরের কর্মকর্তারা। সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।